সংক্রামক রোগ দমনে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত টিকা দিন

- সংক্রামক রোগ গবাদিপশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এ রোগে প্রাণীর মৃত্যুর হার অনেক বেশী হয়
- সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত রোগ ছড়াতে সহায়তা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এলাকায় ব্যাপকভাবে রোগ বিস্তার করে
- সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণীর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উভয়ই কমে যায়
- এ রোগের চিকিৎসার জন্য সময় কম পাওয়া যায়, তাছাড়া চিকিৎসা খরচও বেশী হয়
- সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না
- প্রাণীর সংক্রামক রোগ থেকে অনেক সময় মানুষও আক্রান্ত হতে পারে
- সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে সুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ রোগ হওয়ার পূর্বেই প্রাণীকে নিয়মিতভাবে টিকা প্রদান করা
- অসুস্থ ও অধিক পুষ্টিহীন প্রাণীকে কখনও টিকা দেয়া যাবে না
- টিকা প্রয়োগের ২৪ ঘন্টা আগে/পরে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যাবে না
- টিকার কার্যকারীতা বৃদ্ধির জন্য ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে টিকা প্রদানের ন্যূনতম ৭-১৫ দিন পূর্বে প্রাণীকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করা উত্তম
- টিকার কার্যকারীতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণীকে নিয়মিত সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে
- সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত রাখতে অসুস্থ প্রাণীকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এবং হাট থেকে ক্রয়কৃত প্রাণীকে ন্যূনতম ৭ দিন পর্যন্ত সুস্থ প্রাণী থেকে পৃথক রাখতে হবে
- টিকার কার্যকারীতার জন্য প্রাণীকে ছায়াযুক্ত স্থানে টিকা প্রদান করতে হবে
- টিকার গুণগতমান রক্ষায় টিকা গুলানোর পর শীতকালে ২ ঘন্টা এবং গরম কালে ১ ঘন্টার মধ্যে প্রাণীকে টিকা প্রয়োগ করা উত্তম
- অব্যবহৃত টিকা ও সিরিঞ্জ মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
www.natpdls.gov.bd

গবাদিপশুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংক্রামক রোগের মূল লক্ষণ ও টিকা প্রদান ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম	রোগের মূল লক্ষণ	টিকা প্রদান ব্যবস্থাপনা
গরু - মহিষ		
তড়কা	❖ অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও কৃষক কিছু বোঝার আগেই প্রাণী কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায় ❖ প্রাণীর মৃত্যুর পর কান/মুখ/পায়ু পথে রক্ত বের হয় ❖ তীব্র প্রকৃতির রোগে প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে মারা যায়।	৬ মাস বয়সে প্রথম ডোজ, এর পর প্রতি বছরে ১ বার, তবে বর্ষা শুরুর পূর্বেই টিকা প্রদান উত্তম।
বাদলা	❖ রোগ তীব্র প্রকৃতির হলে আকস্মিক মৃত্যু হয় ❖ প্রাণীর উরু, ঘাড়, কাঁধ ও কোমরের আক্রান্ত স্থান ফুলে যায় এবং ফুলা স্থানে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হয়।	৬ মাস বয়সে প্রথম ডোজ, এর পর ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি ৬ মাস অন্তর, তবে বর্ষা শুরুর পূর্বেই টিকা প্রদান উত্তম।
ক্ষুরা রোগ	❖ মুখ, জিহ্বা ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে ঘা হয় ❖ মুখে ঘা হওয়ায় প্রাণী খেতে পারে না ও দুর্বল হয়ে যায় ❖ পায়ের ক্ষুরায় ঘা হওয়ায় তীব্র ব্যথা হয়, ফলে প্রাণী হাঁটতে পারে না।	৪ মাস বয়সে প্রথম ডোজ, এর পর প্রতি ৪ মাস অন্তর টিকা প্রদান।
গলাফুলা	❖ অতি তীব্র প্রকৃতির হলে, হঠাৎ করে তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণী মারা যায় ❖ তীব্র প্রকৃতির হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক ও কানের অংশ ফুলে যায় ❖ শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ও মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।	৬ মাস বয়সে প্রথম ডোজ, এর পর প্রতি বছরে ১ বার, তবে বর্ষা শুরুর পূর্বেই টিকা প্রদান উত্তম।
ছাগল - ভেড়া		
পিপিআর	❖ তীব্র জ্বর, নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ হতে থাকে এবং সর্দি কাশি থাকে ❖ দুর্গন্ধ যুক্ত ডায়রিয়া, পেট ব্যথায় পিঠ বাঁকা করে কোথ দেয় ও পেটে কল কল শব্দ হয়।	৪-৬ মাস বয়সে প্রথম ডোজ, এর পর প্রতি ৬ মাস অন্তর।
গোট পক্স	❖ তীব্র জ্বর, শরীরে বিভিন্ন স্থানে ফোসকা, গুটি দেখা দিবে।	৬ মাস বয়সে প্রথম ডোজ, এর পর প্রতি বছর ১ বার। শুধু আক্রান্ত এলাকার জন্য।
মোরগ-মুরগি		
রাণীক্ষেত	❖ চুনা বা সবুজ রং এর পায়খানা হয় ❖ এ রোগে মুরগির মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী।	৩-৭ দিন, ১৮-২১ দিন, ২ মাস বয়স ও তার পর প্রতি ৬ মাস অন্তর।
ফাউল পক্স	❖ পালকবিহীন স্থান, মাথার ঝুটি, লতি, মুখ, চোখের পাতায় ছোট ছোট গুটি দেখা যায়।	৩-৭ দিন বয়সে পিজিয়ন পক্স ও ২৮-৩০ দিন বয়সে ফাউল পক্স (বুস্টার ডোজ)
গামবোরো	❖ মুরগির অবসন্নতা এবং পালক কুচকানো থাকে ❖ উচ্চ তাপমাত্রা, কাপুঁনি ও পানির মত ডায়রিয়া।	প্রথম ডোজ ১২-১৪ দিন বয়সে এবং ৭ দিন পর বুস্টার ডোজ প্রয়োগ।
হাঁস		
ডাক প্লেগ	❖ দাঁড়াতে পারে না, খুঁড়িয়ে হাঁটে, সাঁতার কাটতে চায় না, পাখা মাটিতে ঝুলিয়ে বসে থাকে ❖ এ রোগে হাঁসের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী।	প্রথমে ১ মাস বয়সে, এর পর প্রতি ৬ মাস অন্তর টিকা প্রদান।
ফাউল কলেরা	❖ পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত হয় ❖ পিপাসা বেড়ে যায়, দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে।	প্রথমে ২ মাস বয়সে, এর পর প্রতি ৬ মাস অন্তর টিকা প্রদান।